সাম্পানওয়ালা, এ.কে.এম. হানিফ ও মশা-ররফ

ইত্যাদির ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত সিডনীবাসী দর্শকেরা

আমাদের অতি ক্ষুদ্র এবং অতি নগন্য এক ওয়েবসাইট পত্রিকার প্রতি এত বড় একজন 'সমাজ-সংস্কারক, সমাজের ছোট-বড় অসঙ্গতির সফল(?) ও বিপ্লবী উপস্থাপক এবং বাংলাদেশের ব্যস্ততম মঞ্চতারকা (নাকি মঞ্চব্যবসায়ী?)'র ক্রমাগত থুথু ছিটানো দেখে উপস্থিত সুধীগণ যার-পর-নাই বিস্মিত হয়েছেন। (অবশ্য ভাল কথাটি হল, অনেক দর্শক বুঝতেও পারেননি উপস্থাপক হানিফ কাকে নেড়ি কুকুরের মত বারবার বে-ধড়ক এভাবে গালাগালি করছে)

অস্ট্রেলিয়ার মত ঘড়ির কাঁটা-ধরে চলা একটি দেশের মাটিতে পাক্কা আধ হালি ঘন্টা দেরীতে (দেরীর হেতু যাই হোক না কেন) অনুষ্ঠান শুরু করার মত একটি অমার্জ্জনীয় অসঙ্গতির মধ্যে দিয়ে যিনি মঞ্চে উপস্থিত হয়েও তার জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জিত কিংবা দুঃখিত হন না, তার মুখে আবার 'সমাজের অসঙ্গতি'র ফুলঝুরি ঝরার কথা শুনলে ধরনীকে দ্বিধা হতে অনুরোধ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। শুধু বে-সামাল কথার অনর্গল খই ফুটিয়েই যিনি সমাজ-সংস্কারক বনে যেতে চান, তার মত একজনের পক্ষে অবশ্য এটা তেমন বিচিত্র কিছু নয়। বাংলাদেশের মাটিতে গত সিকি যুগ ধরে যিনি 'সমাজের অসঙ্গতি' দূর করার জন্য একটানা 'জ্বেহাদ' করে এসেছেন, একাজে তিনি কতটুকু সফল হয়েছেন, তা ইতিহাসই নির্ধারণ করে দেবে। বাংলাদেশের নির্লজ্জতম রাজনীতিকদের মত প্রকাশ্যে বড় বড় কথা বলে নেপথ্যে যিনি অসঙ্গতভাবে সর্বদা টু-পাইস কামানোর ধাঁধা করে বেড়ান, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই সেই 'সামাজিক অসঙ্গতি'র তথাকথিত প্রবক্তারা ব্যর্থ হন এবং ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক দূর্নীতির তালিকায় বাংলাদেশের একটানা শীর্ষস্থান অধিকার করার ঘটনাই তার প্রমাণ। কারণ তা না হলে তৃতীয় বিশ্বের এই অভাগা দেশগুলোতে 'সমাজের ছোট-বড় অসঙ্গতি'কে খড়্গহস্তে দূর করার জন্য দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক অঙ্গনে বারবার শেষ পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটতো না।

ইত্যাদি'র হানিফের আক্রমনে নিষ্পেষিত কর্ণফুলী'র সফল ও স্বার্থক সাম্পানওয়ালা

যাই হোক, পূর্ব কথায় ফিরে যাওয়া যাক। লিখার স্বাধীনতা থাকলেই যেমন তা লঙ্ঘন করা অতি দোষণীয়, তেমনি বলার স্বাধীনতারও সীমারেখা থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ অদ্যাবধি দূর্ভাগা এই জাতির একটি অতি ক্ষুদ্র অংশই ওয়েবসাইট পত্রিকা পড়েন বলে আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং এই মাধ্যমগুলো এখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম নয় বলেই আমাদের ধারণা। পক্ষান্তরে ইত্যাদির মত ঝলমলে অনুষ্ঠানে অনেকেই কথা শুনতে যান, অন্ততঃপক্ষে সেটাই ধরে নেওয়া স্বাভাবিক। (এখন বাস্তব ক্ষেত্রে তেমন মানুষ জমেনি, সেটা একটা ভিন্ন ব্যাপার।) আর সে-রকম একটি ঝলমলে অনুষ্ঠানে মাথা-গরম উপস্থাপক মহাশয় যদি ক্রমাগতভাবে মিথ্যার বেসাতি করতে থাকেন, তা একটি অনেক বড় মাত্রার অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এ ধরণের বেসাতির প্রভাব অনেক সুদূরপ্রসারী। কেননা, মানুষ তার কথা শুনতে গেছেন। সবকথা অকপটে বিশ্বাস করাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

দর্শক দশভাগের এক ভাগ হয়েছে– সে দোষ কার? সত্যিকারভাবে কারা এজন্য দায়ী? গতবার অনুষ্ঠান করতে ইত্যাদির লটবহর গোষ্ঠি আসতে ব্যর্থ হয়েছিলেন কেন? সে সময় যখন কর্ণফুলীর জন্মই হয়নি, তখন কোন্ কোপনস্বভাবের মানুষের

দল কলকাঠি নেড়ে তাদের ক্যাঙ্গারুর দেশে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল? (তবু আমাদের কপাল ভাল যে, অনুষ্ঠানের বিলম্বের জন্যও কর্ণফুলীকে দোষারোপ করা হয়নি। তবে আমাদের ধারণা যে, ভবিষ্যতে একদিন তাও করা হবে।) এবার অনুষ্ঠানের ভুল ভ্যেনু ও ভুল দিন নির্ধারণসহ লটবহর পালের অস্ট্রেলিয়াতে আসার বিষয়ে অনিশ্চয়তা কারা সৃষ্টি করেছে? অনুষ্ঠানের আয়োজকদের অপ্রতুল প্রচারনা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং প্রতিনিয়ত মিডিয়াকে ভুল তথ্য কারা প্রদান করেছে? এগুলো খতিয়ে না দেখেই শুধু ঊর্ধ্বপানে থুথু নিক্ষেপ করলেই অসফলতার জ্বালা নিবারণ হবে? এই নিক্ষিপ্ত থুথু প্রতিবারই 'সমাজের অসঙ্গতি'র সেই জ্বেহাদীর মুখে এসে পড়েছে, তা কি তিনি জানেন? কথা প্রসঙ্গে উপস্থাপক হানিফ নিজেও স্বীকার করেছেন যে, মানুষ তাকে দেখলে এখন ব্যঙ্গ করে বলে 'তা হলে শেষ পর্যন্ত এরা ভিসা পেয়েছে রে?' এই তো হল তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের ইমেজের একটা নমুনা! এই ইমেজ আর অনুষ্ঠান-বিষয়ক এত অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে অনুষ্ঠান দেখতে আসবে, এই দূরাশা করাটা ছিল বড্ড হাস্যকর।

প্রবাস জীবনের কষ্ট ভোলার জন্য এবং একটু আনন্দলাভের জন্যই মানুষ গাঁটের পয়সা খরচ করে এধরণের অনুষ্ঠান দেখতে যায়। আর সেখানে গিয়ে যদি তাদের নব্বই মিনিট বন্ধ গেটের বাইরে ধৈর্য্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তারপর কর্মীবাহিনীর নিঃশ্চিদ্র ব্যাগ আর তল্পিতল্পা চেক-আপের জের হিসাবে (হলরুম নোংরা হওয়ার অজুহাতে) বাসা থেকে আনা খাবার ও শিশুর পানীয় এমনকি মায়ে সাধারণ পানীয় জলটুকু পর্যন্ত আবর্জ্জনাস্তুপে জলাঞ্জলি দিয়ে হলে ঢোকার সুযোগলাভ ঘটে, তারপর আকাশচুম্বী দামে ভেতরের খাবার দোকান থেকে খাবার ও পানীয় কিনতে হয় (কি স্ববিরোধিতা!) এবং আরও ত্রিশ মিনিট কোন ধরনের দেরীর হেতু ঘোষণা বা দুঃখপ্রকাশ ছাড়াই অনুষ্ঠানের আশায় তীর্থের কাকের মত মঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, তখন তাকে প্রবাসীদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলে আখ্যায়িত করা যায়? এই অসঙ্গতিগুলো কি সেদিন সেই (সফল!) মঞ্চ ব্যবসায়ীদের চোখে ধরা পড়েনি? (অবশ্য চোখে পড়ার বিষয়টি এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক, কেননা তারা নিজেরাই বিনোদনপিয়াসী মানুষের এই দুর্ভোগের জন্য সরাসরি দায়ী বলে আমাদের বিশ্বাস।) হায়রে অভাগা বাঙ্গালি!

কথাবার্তা ও আচরণের ভেতর দিয়েই একসময় মানুষের আসল পরিচয়টা বেরিয়ে পড়ে। উপস্থাপক হানিফ যে রকম অরুচিকর উপায়ে প্রধান সাম্পানওয়ালার নাম, পেশা, শিক্ষা-দীক্ষা, ইত্যাদি প্রসঙ্গে গ্রাম্য বটতলার কিংবা ফুটপাতের গলাবাজ ফেরিওয়ালাদের অনুকরণে ভাঁড়ামো করছিলেন, তার প্রতিবাদ করে নিজেকে ছোট করতে চাই না। বদলা হিসাবে তাঁর নিজের কিম্ভুতকিমাকার নাম অথবা উচ্চশিক্ষা(?)'কে তামাশা করে ছোটমনের পরিচয় দিতে চাই না। আমি স্বীকার করছি যে, উচ্চশিক্ষা তাঁর করায়ত্ত না হলেও তিনি যথেষ্ট স্বশিক্ষিত। এখানে একথা উল্লেখ করেও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চাই না যে, তাঁর এই স্বশিক্ষার কারণে মেরুদন্ডহীন প্রবাসী অনেক কচি কচি ডক্টরেট ডিগ্রিধারিরাও নেড়ি কুকুরের মত হানিফের পিছে পিছে ঘুরতে পেরে নিজেকে ধন্যজ্ঞান করে।

সবশেষে একথা লিখেও সম্মানিত পাঠকবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না যে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কথাবার্তা ও আচরনে পরিপক্কতা আসলেও দূর্ভাগ্যবশতঃ সমাজের অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তথাকথিত যোদ্ধা হানিফ নামের এই ব্যক্তিটির ক্ষেত্রে সে রকমটা ঘটেনি। না, আমি আর সময়ের অপচয় করতে চাই না। শুধু এই কামনা করে যবনিকা টানতে চাই যে, অনুষ্ঠানের অর্থনৈতিক ভরাডুবির জন্য হাস্যকরভাবে কর্ণফুলীকে দোষারোপ করে যে আঙ্গুলগুলো সেদিন নির্দেশরত ছিল, সেই কুৎসিত আঙ্গুলগুলো চিরতরে নুয়ে যাক।

প্রধান সাম্পানওয়ালা, ২১ অক্টোবর, ২০০৭